বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ • সংখ্যা-৩ • বর্ষ-১

পার্বত্য জেলাসমূহে বুরোর কার্যক্রম শুরু

BURO Bangladesh
বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ • সংখ্যা-৩ • বর্ষ-১

সম্পাদকীয়

নতুন বছরের শুভেচ্ছা সকলকে। "প্রত্যয়" এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০১৫ সালকে কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি সফল বছর বলা যায়। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন! বুরো বাংলাদেশ সম্প্রতি ৩টি পার্বত্য জেলায় তার কার্যক্রম শুরম্ন করেছে। গত নভেম্বর মাসে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলা শহরে ৩টি শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এ ছাড়াও গত বছরের শেষ ছয় মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য নবগঠিত বিভাগসমূহ নিয়ে সম্প্রতি ৩টি বিভাগীয় সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এ সকল সমন্বয় সভায় উপস্থিত সকলের খোলামেলা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ সভাগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। আশা করি আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং অঙ্গীকারসমূহ বুরোর সকল কর্মসূচী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

গত বছর ২৭ শে ডিসেম্বর ভারতের বন্ধন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী জনাব চন্দ্র শেখর ঘোষ বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশেরই কৃতি সন্তান জনাব ঘোষ হচ্ছেন ভারতের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান 'বন্ধন' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং তা থেকে বন্ধন ব্যাংকে রূপান্তরের সফল কারিগর। অভিনন্দন জনাব চন্দ্র শেখর ঘোষ! পরিদর্শনকালে তাঁর সম্মানে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী পরিচালকসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীবৃন্দ সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

'প্রত্যয়'কে আরও সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় করার জন্য আপনাদের সকলের বিশেষ করে বুরোর মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের নিকট থেকে নিয়মিত লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখার অভ্যাস করুন এবং বেশি বেশি লেখা পাঠান।

নতুন বছর সকলের ভাল কাটুক এই প্রত্যাশা করি।

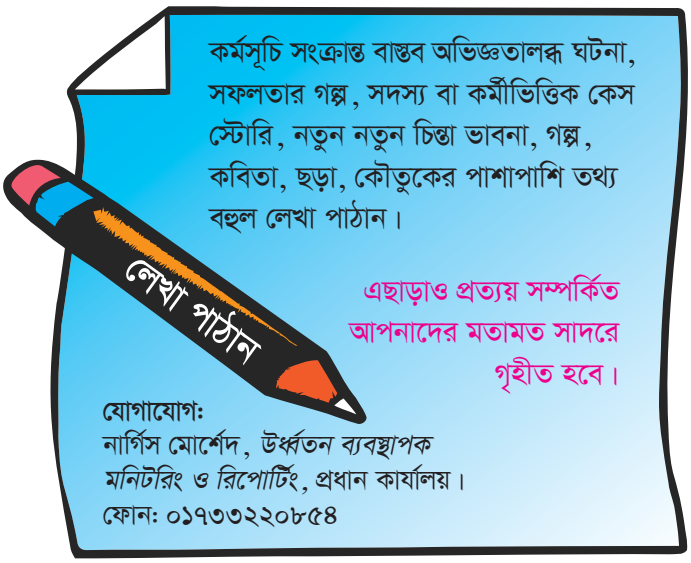

সংগ্রামী নারী পারভীন

নাম তার মোছাঃ পারভীন বেগম। এক দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্ম পারভীনের। অভাব তার পরিবারের নিত্য দিনের সঙ্গী। তাইতো ১০ বছর বয়সেই বাবার বাড়ী থেকে চলে যেতে হয়েছে স্বামীর ঘরে। স্বামীর বয়স তখন মাত্র পনের/ ষোল বছর, পেশায় দিন মজুর।

শ্বশুর বাড়ীতেও অভাবের সেই একই চিত্র। পারভীনের শ্বশুর ছিলেন একজন ছোট দোকানদার।পরিবারের খরচ মেটানোর জন্য পারভীন বাড়ির আঙ্গিনায় সবজী চাষ শুরু করেন। নিজেরা খাওয়ার পাশাপাশি সবজী বাজারে বিক্রি করে কিছু কিছু আয় করতে থাকেন। এ থেকেই পারভীন সবজি ব্যবসা কি ভাবে বড় করা যায় তা নিয়ে ভাবতে থাকেন। প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবস্থা না থাকায় প্রথম দিকেতিনি গ্রামের বিভিন্ন মহাজনের কাছ থেকে বেশ চড়া সুদে ঋণ নেয়া শুরু করেন আর ঋণের টাকায় কিছু কিছু জমি লিজ নিতে শুরু করেন। এক সময় তিনি বুরো বাংলাদেশ-এর বাঘিল শাখার ৩২ নং কেন্দ্রে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন।

প্রথম ঋণ দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিনি পর্যায়ক্রমে পঞ্চাশ হাজার, এক লাখ, দুই লাখ এবং সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করেছেন। এখন পারভীনকে আর গ্রামের মহাজনের কাছ যেতে হয় না। বুরো থেকে পাওয়া ঋণের টাকার সম্পূর্ণ অংশই তিনি তার জমিতে এবং ব্যবসা প্রসারের জন্য ব্যয় করেছেন। বর্তমানে পারভীন বেগম তার জমিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করছেন এবং তা বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করছেন। আগে তিনি তার সবজী চাষের জমিতে অন্যের পাম্প মেশিনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করতেন। এখন তিনি নিজের অর্থায়নে জমিতে পাম্প মেশিন স্থাপন করেছেন।

বাড়ির পাশের মনোহরী দোকানটিও প্রসারিত হয়েছে। আজ পারভীন বেগমের শ্বশুর জীবিত নেই ঠিকই কিন্তু তার স্মৃতি হিসেবে ব্যবসাটি বেশ ভাল ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন একসময়ের দিনমজুর পারভীনের স্বামী রাজ্জাক। বেশ ভালভাবেই চলছে পারভীনের সংসার; এর মধ্যে তিনি হয়েছেন দুই সন্তানের জননী। নিজে তো অভাবের তাড়নায় লেখাপড়া করতে পারেননি কিন্তু এলাকার ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন ছেলে-মেয়েদেরকে। যখন পারভীনের বিয়ে হয় তখন তার স্বামীর ছিল জীর্ন ছনের ঘর। এখন ছনের ঘর রূপ নিয়েছে পাকা টিনের বাড়িতে। পাশাপাশি সংগ্রামী নারী পারভীন নিজের পরিবার ও সমাজে পেয়েছেন যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা।

• সৌজন্য: প্রশিক্ষণ বিভাগ

সাইদুর রহমান পল্টু

স্মৃতির মনিকোঠায়

মৃত্যু অমোঘ। তবুও প্রতিটি মৃত্যু সংবাদ আর সবার মত আমাকেও ব্যথিত করে, বিমর্ষ করে। আর সেই মৃত্যু সংবাদ যদি হয় কোন প্রিয় মানুষের তবে সে অনুভূতি প্রকাশের সামর্থ বোধকরি কোন শব্দের নেই। গত ৫ জানুয়ারি আমার অনুজতুল্য সাইদুর রহমান পল্টু ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করে। তার ঐ আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ আমাকে প্রচন্ড ব্যথিত করেছে। পল্টু অসুস্থ, দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত– আমি জানতাম। কিন্তু এত দ্রুত সে পরাজিত হবে, পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেবে– ভাবিনি। টাঙ্গাইলের সুপরিচিত এই আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী ও বুরো বাংলাদেশের সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য সাইদুর রহমান পল্টুর অকাল মৃত্যুতে আমি ও বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মী গভীরভাবে শোকাহত।

লেখার প্রথমাংশেই পাঠকের সুবিধার্থে সাইদুর রহমান পল্টুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। পল্টুর জন্ম ১৯৬৫ সালের ৩০ অক্টোবর, টাঙ্গাইল শহরের প্যারাডাইস পাড়ায়। তবে পৈতৃক ভিটা দেলদুয়ার উপজেলার চকতৈল গ্রামে। বাবা আব্দুল হাই প্রয়াত হয়েছেন আর মা সাহেরা খাতুন। সাত ভাই ও দুই বোনের মধ্যে পল্টু পঞ্চম। পল্টুর স্ত্রী রিজুয়ানা আফরিন রুমা গৃহিণী। ওদের দুই কন্যা, সাদিয়া রহমান বুশরা (১৪) এবং সাফিয়া রহমান নামিরা (৫)। ওদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আমার বিশ্বাস, ওরাও একদিন বাবার মত বড় মাপের মানুষ হবে।

পল্টুর স্কুল জীবন শুরু হয় বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে। টাঙ্গাইলের স্বনামধন্য এই স্কুল থেকেই সে এসএসসি পাশ করে ১৯৮০ সালে। এইচএসসি ধনবাড়ি কলেজ থেকে আর এমএ করটিয়ার সরকারি সা'দত কলেজ থেকে ১৯৮৯ সালে। টাঙ্গাইল 'ল কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করে সাইদুর রহমান পল্টু আইন পেশায় নিয়োজিত হয় ১৯৯৩ সালে। ২০০৫ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আইন পেশার পাশাপাশি এই 'ল কলেজের শিক্ষক হিসেবেও কর্মরত ছিল সে। টাঙ্গাইল 'ল কলেজে শিক্ষকতা, সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন, ২০১২ সালে টাঙ্গাইল বারের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া, মধুপুর রাবার বাগান ও এসএসএস এর আইন উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন– এসবই প্রমাণ করে কর্মজীবনে সাইদুর রহমান পল্টু ছিল একজন সফল মানুষ।

পল্টুর সাথে আমার পরিচয় সত্তরের দশকে। অনুজতুল্য পল্টু তখন সবে কৈশোর ছুয়েছে। পরিচয়টা হয়েছিল টাঙ্গাইলের সাইদুল আলম জাহাঙ্গীর ও শামসুল আলম ফিরোজের মাধ্যমে। পল্টু এই দু'জনের খালাতো ভাই। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর আমার বন্ধু শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম বাকুর স্মরণে আমরা বন্ধুস্থানীয় কয়েকজন মিলে টাঙ্গাইলের মুসলিম ইন্সটিটিউটের মাঠে প্রতিষ্ঠা করি 'শহীদ বাকু ব্যায়ামাগার।' আমাকে সভাপতি ও আনোয়ার-উল-আলম রতনকে দেয়া হয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। রতনের সুবাদেই পল্টু ও তার ভাই সাইফুর রহমান সাইফ আমার সাথে গল্প করতে কলেজপাড়ার বাসায় প্রায়ই আসতো। তবে ওদের যাতায়াত নিছক গল্প করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কারণ বিভিন্ন বিষয়ে জানার আগ্রহ ওদের দু'জনের মধ্যেই ছিল প্রবল। রাজনীতি, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, সমাজসেবা– এসব নিয়ে অফুরন্ত কৌতুহল ছিল দু'জনের। আমি বলতাম আর দুই ভাই মনযোগদিয়ে শুনতো। তবে নির্বাক হয়ে নয়, প্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্ন করে বিভিন্ন বিষয়ে জানার চেষ্টা করতো ওরা। আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি, পল্টুর মনোজগতের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ গড়ে উঠেছিল ঐ সময়টাতেই। কিন্তু সেই মনোযোগী ও জিজ্ঞাসু শ্রোতা পল্টু আজ আর আমাদের মাঝে নেই এ কথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়।

এইচএসসি পাশ করার পর পল্টুর ভাই সাইফ সেকেন্ড লেফটেনেন্ট হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। বিদায় নিতে সাইফ এসেছিল আমার বাসায়, সাথে পল্টুও ছিল। সাইফ কর্মস্থলে চলে যাবার পর আমার বাসায় পল্টুর যাতায়াতও কমতে শুরু করে। সময় খুব দ্রুত বয়ে যায়। তাছাড়া কারো জীবন থেমে থাকে না। প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কমে গেলেও আমার অনুপ্রেরণায় পড়ালেখার পাশাপাশি পল্টু নিজেকে সম্পৃক্ত করে নানা ধরনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। বিশেষ করে টাঙ্গাইলের ক্রীড়াঙ্গনে ছিল ওর সক্রিয় বিচরণ। এক পর্যায়ে জেলা হকি দলের অধিনায়ক ও সাঁতার দলের কোচের দায়িত্বও দক্ষতার সাথে পালন করে সে। এরই ধারাবাহিকতায় জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে টাঙ্গাইল হাউজিং এস্টেট সোসাইটি, টাঙ্গাইল লায়ন্স ক্লাব, টাঙ্গাইল শিল্পকলা একাডেমী, সাধারণ গ্রন্থাগার ও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্যও হয়েছিল সাইদুর রহমান পল্টু।

পল্টুর সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে, নিপীড়িত মানুষের প্রতি ওর সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ ছিল ঈর্ষণীয়। এই দায়িত্ববোধ থেকেই বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সাথে যুক্ত থেকে অসহায় মানুষের জন্য সে কাজ করেছে নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে। মূলত এ কারণেই আমার কিংবা আমার স্ত্রী রাহেলা জাকিরের কাছে কেউ আইনি সহায়তার জন্য এলে নির্দ্বিধায় তাকে পাঠিয়ে দিতাম পল্টুর কাছে। আমার জানামতে, বিভিন্ন সময়ে পল্টুর কাছে আমরা যাদের পাঠিয়েছি তারা কেউই শূন্য হাতে ফিরে যায়নি। পল্টু তাদের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

এসব গুণের কারণেই মূলত ২০১০ সালে আমি ওকে বুরো বাংলাদেশের সাধারণ পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানাই। ও সাদরে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। বুরো বাংলাদেশে যোগ দেবার পর থেকেই প্রতিটি এজিএম ও ইজিএম-এ উপস্থিত থেকে এবং বিভিন্ন বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা ও মতামত দিয়ে বুরো'র কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। অবশ্য অসুস্থতার কারণে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তে অনুষ্ঠিত ২২তম এজিএম-এ পল্টু উপস্থিত থাকতে পারেনি। এই নিবেদিতপ্রাণ মানুষটির অবদান বুরো বাংলাদেশ ভবিষ্যতেও গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

প্রিয় মানুষের মৃত্যু আমাদের কাঁদায় বটে। কিন্তু মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার উপায় মানুষ উদ্ভাবন করেছে বহু আগেই। মানুষ তার কর্ম দিয়ে, সৃষ্টি দিয়ে মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে অনন্তকাল। পল্টু তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব। টাঙ্গাইলের শিল্প-সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গনে এবং বঞ্চিত-অসহায় মানুষের অধিকার আদায়ে আইনাঙ্গনে সাইদুর রহমান পল্টু যে গভীর মমতা ও অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে কাজ করে গেছে তা-ই ওকে বাঁচিয়ে রাখবে যুগের পর যুগ। আমি পল্টুর বিদেহী আত্মার অনাবিল শান্তি কামনা করছি।

• জাকির হোসেন, *নির্বাহী পরিচালক*

করণীয়

সাম্প্রতিক ভূমিকম্প ও আমাদের করণীয়

গত ৪ জানুয়ারি ভোরে শক্তিশালী এক ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল সারা বাংলাদেশ। এটাই ছিল বাংলাদেশে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রবলতম ভূমিকম্প। ঢাকা থেকে ৩৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভারতের মনিপুর রাজ্যের ইম্ফলের কাছে সংঘটিত হয় শক্তিশালী এ ভূমিকম্পটি। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬.৭। সকাল ৫টা ৫মিনিটে ঢাকার বহুতল ভবনগুলোর ভেতরের আসবাবপত্র পুতুল নাচের মত নড়তে থাকে ৩০ সেকেন্ড ধরে। আতংকগ্রস্ত মানুষ ঘরের বাইরে ছুটে আসে। একটা বড় মাত্রার ভূমিকম্পের পর পর আরো ভূকম্পন হতে পারে এ ভয়ে পুরনো বাড়ি বা বহুতল ভবনের বাসিন্দাদের অনেকেই বেশ কিছু সময় বাইরে কাটিয়ে পরে ঘরে ফেরে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের খবর অনুযায়ী মনিপুরের ইম্ফলের ২৯ কিলোমিটার পশ্চিমে মিয়ানমার সীমান্তের কাছাকাছি ছিল ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প এটাই শেষ নাও হতে পারে, যেকোন সময় এ রকম অথবা এর চেয়ে শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প ঘটতে পারে। ঢাকা, জামালপুর, রাজশাহী, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাটে হুড়োহুড়ির মধ্যে নামতে গিয়ে এবং আঘাত বা আতঙ্কে সাতজনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। আহত হয়ে ঢাকা ও সিলেটে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও অন্তত ৮৫ জন। সিলেটে ভূমিকম্পে দেয়াল ধসে চারজন আহত হয়েছেন। ঢাকার বংশালে ভবন হেলে পড়েছে, শাঁখারী বাজারে পুরানো বাড়িতে দেখা দিয়েছে ফাটল। জয়পুরহাটেও দেড় শতাধিক বাড়ি-ঘরে ফাটল দেখা দিয়েছে।

নেপালের গত বছরের ভূমিকম্প আর সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ভূমিকম্পের পর বাস্তবতা হচ্ছে, এই বিপর্যয়ের আশঙ্কার মধ্যেই আমাদের বসবাস করতে হবে। এখানে শহরাঞ্চলে মূল ক্ষয়ক্ষতি হবে স্থাপনা ধসে। মর্মান্তিক এক পরিনতির আশঙ্কায় ভীতির সঙ্গে বসবাসের চেয়ে কঠিন সময়ে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করার প্রত্যয় নিয়ে প্রস্তুত থাকা উচিত। বিপদে শান্ত থাকা বোধ হয় সবচেয়ে বড় শক্তি। বিপদ কখন আসবে যেহেতু জানা নেই, তাই প্রত্যেক মানুষের মূল দায়িত্ব হচ্ছে নিজের, পরিবারের আর সম্পদ রক্ষায় অগ্রিম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা এবং সকলে সচেতন থাকা।

ভূমিকম্পে জানমাল রক্ষায় আমাদের করণীয়

১. ভূমিকম্পের সময় উচু বিল্ডিং থেকে তাড়াহুড়া করে নীচে নামতে যাবেন না বরং রুমের কোণায় দাড়িয়ে যান অথবা শক্ত টেবিল বা খাটের নীচে আশ্রয় নিন এবং শান্ত থাকুন।

২. পরিবারের সদস্যদের কীভাবে জরুরী প্রয়োজনে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস বন্ধ করতে হয় শিখিয়ে রাখুন।

৩. কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। মনে রাখবেন, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির অন্যতম কারন বিদ্যুৎ ও গ্যাস থেকে আগুন লাগা।

৪. বইয়ের তাক, আলমারি ইত্যাদি দেয়ালের সঙ্গে এমনভাবে আটকে রাখুন যাতে ঝাঁকুনিতে পড়ে না যায়।

৫. প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, টর্চলাইট, রেডিও সব সময় ঘরে রাখুন।

৬. বাচ্চাদের পড়ার টেবিলের পাশে উচুঁ বইয়ের তাক কিংবা অন্য কোন প্রকার তাকে ভারী জিনিস রাখবেন না যা বাচ্চাদের মাথায় বা শরীরে পড়তে পারে।

৭. গ্যাস লিকেজ আছে কিনা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ম্যাচ, মোমবাতি জ্বালাবেন না।

৮. ঘরের ভিতর তাকলে শান্ত ভাবে বসে থাকুন। যদি শপিং মলে থাকেন তবে জানালা বা তাক থেকে দূরে থাকুন। হুইল চেয়ার থাকলে চাকা লক করে হাত দিয়ে মাথা ও ঘাড় ঢেকে রাখুন।

৯. বাইরে থাকলে, যথাসম্ভব খোলা জায়গায় অবস্থান করুন, স্থাপনা থেকে দূরে থাকুন, বেশি মানুষের ভিড় ও চাপাচাপি থেকে দূরে থাকুন।

১০. গাড়িতে থাকলে রাস্ত ব্লক না করে এক পাশে থেমে যান এবং ভেতরে থাকুন। ব্রিজ, ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, বিল্ডিং, বিলবোর্ড, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন থেকে দূরে থাকুন।

১১. বাসে থাকলে এবং কম্পনে বাস থেমে গেলে হঠাৎ রাস্তয় নেমে পড়বেন না। মাথা ও ঘাড় ঢেকে বাসের ভেতরে থাকার চেষ্টা করুন।

১২. ভূমিকম্পের সময় লিফট ব্যবহার করবেন না। লিফটে থাকলে পরবর্তী তলায় তাড়াতাড়ি নেমে পড়ুন। সমুদ্র বা নদীর ধারে থাকলে দ্রুততার সঙ্গে উচুঁ জায়গায় চলে যান।

১৩. ভূমিকম্পের পর নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকুন। ঝুলন্ত, নড়বড়ে বা ভেঙ্গে পড়তে পারে এমন স্থাপনা থেকে দূরে থাকুন। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস বা স্যুয়ারেজ সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হয়ে ব্যবহার করবেন না।

১৪. প্রতিবেশী বা অন্যের সাহায্যে এগিয়ে যাবেন অবশ্যই, কিন্তু মনে রাখবেন পেশাদার উদ্ধারকারীদের কাজে যাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া বিপদসঙ্কুল উদ্ধার কাজটি কঠিন হয়ে যেতে পারে।

১৫. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্পের ব্যাপারে সকলকে প্রশিক্ষিত করা এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে পূর্ব প্রস্তুতি থাকা অত্যাবশ্যক। ।

১৬. ভূমিকম্প বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে মহড়া দেয়া উচিত।

• সংকলন: মোঃ নজরুল ইসলাম, *সহ-সমন্বয়কারী, প্রশিক্ষণ*

দুর্যোগ মোকাবিলায় নারীকে সহায়তা করুন

উন্নয়নের ইতিহাসে ২০১৫ সাল একটি উল্লেখযোগ্য ও আশাব্যঞ্জক বছর। এ বছর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় উত্তরণ ঘটেছে। ফলে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করার যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে ঐ দুটি সমস্যা পুরোপুরি নির্মূল করার একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলে এই দরিদ্র মানুষেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খল পরিবেশে মা, নবজাতক, শিশুর মৃত্যু ও অসুস্থতার হার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ে এবং পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক চুক্তি ভেঙে পড়ে। যে কোনো সময় দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতির শিকার মানুষের ৪ শতাংশই অন্তঃসত্ত্বা নারী। তাঁদের প্রায় ১৫ শতাংশ গর্ভকালীন জটিলতায় আক্রান্ত হন। গর্ভকালীন জরুরি সেবার অভাবে সন্তান প্রসবকালে অনেক নারী ও কিশোরীর মৃত্যু হয়। অনেকে দীর্ঘ মেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হন। জেন্ডার বিবেচনায় কাউকে সুবিধার আওতার বাইরে রাখা, প্রান্তিক করে রাখা, যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার মতো নির্যাতন করার ফলে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে এ সংকট বাড়ে।

এখন বিশ্বে মোট জনসংখ্যার অন্তত ৩০ শতাংশ ১৫ বছরের কম বয়সী। পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পথে ও প্রজননের বয়সে প্রবেশের সময় মেয়েদের টিকে থাকা এবং নিজেদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা জরুরি। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার মানুষের মর্যাদার মৌলিক শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দুর্যোগ প্রবণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। দুর্যোগ ও পরবর্তী সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা নিয়ে দেশটি ইতি মধ্যে সফল হয়েছে এবং ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা দুর্গত লাখো মানুষের জীবন বাঁচাতে সমর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। কারণ জনসংখ্যার এই অংশটি যৌন ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার মতো বিভিন্ন গুপ্ত ঝুঁকির মধ্যে থাকে। প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগের ফলে বিশ্ব জুড়ে ক্রমবর্ধমান সংকট মোকাবিলায় অপেক্ষাকৃত ভালো অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, অপেক্ষাকৃত ভালো মানবিক উদ্যোগ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, প্রতিরোধের প্রতি মনোযোগ এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ইত্যাদির চাহিদা বাড়ছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের জন্য বাংলাদেশ অনুসরণীয় হতে পারে।

আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে জেন্ডার এবং অন্য সব ধরনের সমতা আংশিক ভাবে অর্জন করা যেতে পারে। এতে ঝুঁকি আরও কমবে এবং ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে সামগ্রিক স্থিতিশীলতা অনেক বাড়বে। এতে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি পর্যায়ে উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিপর্যয় পরবর্তী পুর্ন গঠনে ও গতি সঞ্চার হবে। সম্প্রতি বুরো বাংলাদেশ কুড়িগ্রাম জেলার বিপুল সংখ্যক কিশোরীকে প্রজনন স্বাস্থ্য সতর্কতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

যে কোনো সময় দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতির শিকার মানুষের ৪ শতাংশই অন্তঃসত্ত্বা নারী। তাঁদের প্রায় ১৫ শতাংশ গর্ভকালীন জটিলতায় আক্রান্ত হন। গর্ভকালীন জরুরি সেবার অভাবে সন্তান প্রসবকালে অনেক নারী ও কিশোরীর মৃত্যু হয়। অনেকে দীর্ঘ মেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত হন

• প্রাণেশ বণিক, *অতিরিক্ত পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচি*

সূত্র: ইউএনএফপি-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৫

গত ২৬ শে ডিসেম্বর বুরো বাংলাদেশের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব সুখেন্দ্র কুমার সরকার। সভায় আলোচ্যসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল ২০১৪-১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন।

INSPIRED প্রকল্পের আয়োজনে দরিদ্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ

সম্প্রতি ওঘঝচওজঊউ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত দরিদ্র নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক আঁশ থেকে পন্য উৎপাদন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের টাংগাইল উৎপাদন কেন্দ্রে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী নারীগণ হাতে কলমে কলাগাছ থেকে উৎপাদিত সূতার সাহায্যে বিভিন্ন হস্তশিল্প তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রায়োগিক জ্ঞান লাভ করেন। দাতাসংস্থা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই প্রকল্পে সহায়তা করছে।

পার্বত্য জেলাসমূহে বুরোর শাখা উদ্বোধন

রাঙ্গামাটিতে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে শাখা উদ্বোধন করছেন সম্মানীত অতিথিবৃন্দ (উপরে); খাগড়াছড়ির অনুষ্ঠানে সদস্যদের মাঝে কৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করছেন সম্মানীত অতিথিবৃন্দ (মাঝে); বান্দরবানে ফিতা কেটে শাখা উদ্বোধন করছেন সম্মানীত অতিথিবৃন্দ (নিচে); সম্মানীত অতিথিদের বরণ করতে অপেক্ষমান বুরোর কর্মী বোনেরা (প্রচ্ছদে)

পার্বত্য আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বুরো বাংলাদেশ সম্প্রতি ৩টি পার্বত্য জেলায় তার কার্যক্রম শুরু করেছে। গত নভেম্বর মাসে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলা শহরে ৩টি শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। একই সাথে ৩টি শাখায় কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ কর্মসূচিরও শুভ উদ্বোধন করা হয়। ৩টি পৃথক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় জন প্রতিনিধিগন এবং সাংবাদিকসহ বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং নবগঠিত অনেক কেন্দ্রের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বান্দরবান জেলাসদরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনির্বান চাকমা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অর্পনা বৈদ্য, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আবদুল কুদ্দুস এবং পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ জাবেদ রেজা।

রাঙ্গামাটি জেলাসদরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ সামসুল আরেফিন এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ শহীদ উল্লাহ। খাগড়াছড়ি জেলাসদরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-শিক্ষা মোল্লা মিজানুর রহমান, সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ রইচ উদ্দীন এবং পৌরসভার মেয়র রফিকুল আলম।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বুরো বাংলাদেশের এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়নে বুরো আরও অবদান রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন; তাঁরা সকল ধরণের সহযোগীতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানসমূহে সভাপতিত্ব করেন বুরোর নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। সকল পরিচালকসহ বুরোর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ ৩টি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন। পরে নির্বাহী পরিচালকসহ সকলে ৩টি শাখা কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন।

চন্দ্র শেখর ঘোষ পরিদর্শন করলেন বুরো বাংলাদেশ প্রধান কার্যালয়

ভারতের সর্ব বৃহৎ ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান বন্ধন এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত বন্ধন ব্যাংক এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী জনাব চন্দ্র শেখর ঘোষ গত ২৭ শে ডিসেম্বর সপরিবারে বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। একই দিনে বুরো পরিবার তাঁর সম্মানে প্রধান কার্যালয় মিলনায়তনে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার গভর্ণিং বডির সম্মানিত চেয়ারম্যান সুখেন্দ্র কুমার সরকার। প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীবৃন্দ সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জনাব ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বন্ধনের জন্মলগ্নে বুরোর অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। বাংলাদেশেরই কৃতি সন্তান জনাব ঘোষের এই অসামান্য অর্জনের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং আরও সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন বুরোর নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। স্মৃতিচারণ করেন পরিচালক-অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেন, পরিচালক (বিশেষ কর্মসূচি) জনাব সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক জনাব প্রাণেশ চন্দ্র বণিক এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি মহোদয়।

অন্যান্য খবর : পৃষ্ঠা ৭-১১ দেখুন

শোক সংবাদ

সাইদুর রহমান পল্টু

আমরা গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি বুরো বাংলাদেশের সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য টাংগাইলের প্রখ্যাত আইনজীবি **জনাব সাইদুর রহমান পল্টু** গত ৫ই জানুয়ারি সকাল ১০টায় ঢাকাস্থ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন জটিল রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তার এই অকাল মৃত্যুতে বুরো পরিবার গভীরভাবে শোকাভিভূত এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে। উল্লেখ্য যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জনাব পল্টুর পাশে সহযোগী তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বুরো বাংলাদেশ। তাঁর মৃত্যুর পর সংস্থায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

ডঃ বাবর কবীর

আমরা গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি, দাতা সংস্থা Water.org -র বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ **ডঃ বাবর কবীর** আর নেই। গত ১৫ ই জানুয়ারী ভোরে আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ঢাকাস্থ এপোলো হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন ((ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তার বর্ণাঢ্য চাকুরী জীবনে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। Water.org এ যোগদানের পূর্বে তিনি ব্র্যাকের ডঅঝঐ কর্মসূচীর পরিচালক ছিলেন। বুরোর অন্যতম সুহৃদ ডঃ কবীরের এই অকাল মৃত্যুতে বুরো পরিবার গভীরভাবে শোকাভিভূত এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে। উল্লেখ্য যে দাতা সংস্থা Water.org এর সহযোগীতায় বুরো বাংলাদেশ তার ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্প এবং মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন এডুকেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

আব্দুল শুকুর মিয়া: বুরো বাংলাদেশের কাউলজানি শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুল শুকুর মিয়া গত ৩০ শে নভেম্বর ২০১৫ তারিখে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)।

সরস্বতী সাহা: বুরো বাংলাদেশের দেলদুয়ার শাখার কর্মীসরস্বতী সাহা গত ২১ শে আগষ্ট ২০১৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

শামীম হোসেন: বুরো বাংলাদেশের কাদিরদি শাখার কর্মীশামীম হোসেন গত ২৪ শে ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন(ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)।

তাদের এই অকাল মৃত্যুতে বুরো পরিবার গভীরভাবে শোকাভিভূত এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে। তাদের মৃত্যুর পর সংস্থায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

● সংগ্রহ এবং সংকলন: প্রাণেশ বণিক

Water Credit প্রকল্পের হিসাব রক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

সম্প্রতি Water Credit প্রকল্পের হিসাব রক্ষণের কাজে নিয়োজিত সকল শাখা হিসাব রক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ এই প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ পরিচালনা করেন। এছাড়াও এই প্রান্তিকে Water Credit প্রকল্পের শাখা ব্যবস্থাপকদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাংগঠনিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ বিভাগ বুরোর আঞ্চলিক এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রথমবারের মত সাংগঠনিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। গত ৬-১০ ডিসেম্বর টাংগাইল মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই কোর্সের অন্যতম সহায়ক ছিলেন গ্রীণ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এবং স্বনামধন্য প্রশিক্ষক ডঃ গোলাম সামদানী ফকির। সমগ্র কোর্স পরিচালনা করেন, জনাব রতীশ চন্দ্র রায়। অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই প্রশিক্ষণের সমাপনী দিনে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ। নির্বাহী পরিচালক পরবর্তীতে সকল এলাকা ব্যবস্থাপক এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মীদের জন্য এই কোর্সের আয়োজন করা হবে বলে ঘোষনা করেন।

বিভাগীয় সমন্বয় সভা

গত বছরের শেষ ছয় মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য নবগঠিত বিভাগসমূহ নিয়ে সম্প্রতি ৩টি বিভাগীয় সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। ফরিদপুর, কুমিল্লা এবং টাংগাইলে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভাগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয়, আঞ্চলিক এবং এলাকা ব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ব্যবস্থাপকবৃন্দ। বুরোর নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন, পরিচালক-অর্থ জনাব মোশাররফ হোসেন এবং অতিরিক্ত পরিচালক জনাব প্রাণেশ চন্দ্র বণিকসহ বুরোর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন। এ সকল সমন্বয় সভায় উপস্থিত সকলে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদান করেন যা বুরোর সকল কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়।

নিরীক্ষা পদ্ধতি-২০১৬ উদ্ভাবনী কর্মশালা

বুরো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগগত ৭ জানুয়ারি টাংগাইল CHRD মিলনায়তনে নিরীক্ষা পদ্ধতি-২০১৬ উদ্ভাবনী কর্মশালা এবং পরদিন ৮ জানুয়ারি সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা-২০১৬ আয়োজন করে। সভায় নির্বাহী পরিচালক এবং পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ সকল নিরীক্ষক উপস্থিত ছিলেন। সভার অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল নিরীক্ষা পরিকল্পনা-২০১৫ বাস্তবায়ন ও ফলাফল বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষা পরিকল্পনা-২০১৬ উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন কৌশল আলোচনা।

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ ● সংখ্যা-৩ ● বর্ষ-১

যোগদান

মিস ফারমিনা হোসেন

ফারমিনা হোসেন (বাঁধন) অতি সম্প্রতি বুরো বাংলাদেশে Young Professional হিসাবে যোগদান করেছেন। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর বৃটেনের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে International Development-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রীজীবনে অত্যন্ত মেধাবী মিস হোসেন বুরোতে শিক্ষানবিশকাল শেষে কর্মসূচি বিভাগে যোগদান করতে পারেন। শিক্ষা জীবনের মত কর্মজীবনেও তিনি সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী এবং সকলের দোয়াপ্রার্থী। ফারমিনা হোসেনকে বুরো পরিবারে স্বাগতম।

মিস আসমা পারভীন

গত ৩ জানুয়ারি আসমা পারভীন বুরো বাংলাদেশের বাস্তবায়নাধীন ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসাবে যোগদান করেছেন। এখানে যোগদানের পূর্বে তিনি লিপ্রা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ১৪ বছর কাজ করেছেন। আসমা পারভীন জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর সেখানেই এম ফিল সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি বৃটেনের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সকলের দোয়াপ্রার্থী। আসমা পারভীনকে বুরো পরিবারে স্বাগতম।

অভ্যাস করা ভাল

কথা বলা সম্পর্কিত

- অফিসে অতি উচ্চস্বরে কথা না বলা।
- ভাসা ভাসা কথা না বলে তথ্য এবং যুক্তি নির্ভর কথা বলা।
- প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষিপ্ত আকারে বলা। স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলা।
- ভালোভাবে এবং গুছিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করা।
- বিষয়বস্তু সংক্ষেপে স্পষ্ট করে বলা, ভনিতা না করা।
- অন্যকে বলার সুযোগ দেয়া এবং অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা।
- আংশিক শুনে জবাব না দেয়া। অনুমান নির্ভর মন্তব্য না করা।
- কারো বক্তব্যের মাঝখানে নিজের কথা না বলা।
- কথা বলার সময় তোতলানো, মাথা চুলকানো ইত্যাদি মুদ্রাদোষ পরিহার করা।
- লক্ষ্য রাখা যাতে কথা বলার সময় মুখের থুতু বাইরে ছিটে না আসে।
- কাউকে নির্দেশনা দেয়ার সময় 'প্লীজ' শব্দ ব্যবহার করা।
- ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের সময় শুদ্ধ এবং স্পষ্ট উচ্চারণ করা।
- কারো মতের সাথে একমত না হলেও তার মতামত শোনা।
- কাউকে শাসানো বা বকাঝকা পরিহার করা।
- অফিসের কাজে আঞ্চলিক ভাষা বা শব্দ পরিহার করা ।
- কোথাও কারো সামনে অশালীন শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ না করা।

ফোনালাপ সম্পর্কিত

- ফোনে বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা।
- মিটিং-এ থাকলে মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করে রাখা।
- কেউ ফোন না ধরলে বার বার কল না দেওয়া।
- বেশি রাতে জরুরী না হলে ফোন করা থেকে বিরত থাকা।
- অন্যের সাথে কথা বলার সময় ফোন ধরতে অনুমতি নেয়া।
- জরুরী ফোন হলে সামনে উপস্থিত কারো অনুমতি নিয়ে বাইরে গিয়ে বলা।
- উর্ধ্বতনদের সামনে ফোনে চেঁচিয়ে কথা না বলা। পরে কথা বলবেন - এই বলে ফোন রেখে দেয়া ।
- অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসলে শুভেচ্ছা/সালাম দিয়ে কথা বলা ও নিজের পরিচয় জানানো।
- কথা বলতে গিয়ে পাশের লোকদের বিরক্ত না করা ।
- যতটা সম্ভব 'মিস কল' না দেয়া।
- ভালো ও মৃদু রিংটোন ব্যবহার করা।
- ফোনের ওয়াল পেপারে ভাল এবং রুচিশীল ছবি রাখা। *চলবে ...*

● সংকলন: প্রাণেশ বণিক, *অতিরিক্ত পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচি*

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, **সম্পাদকমণ্ডলী:** প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৮৬১২০২, ৯৮৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: ৯৮৫৮৪৪৭, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org